সংবাদ

004

তারিখ — ০৬ [illegible] ১৯৯৩
পৃষ্ঠা 6 কলাম

ত্রয়োদশ বিশ্ব শিক্ষক সম্মেলন
সংহতি ও সংগ্রামের বলিষ্ঠ ঘোষণা

হেনা দাস

'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব টিচার্স ইউনিয়নস' সংক্ষেপে 'ফিজে'র আহ্বানে গত ২৪শে মে থেকে ২৯শে মে পর্যন্ত বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে সংগঠনের ত্রয়োদশ [illegible] সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের প্রগতিশীল শিক্ষক আন্দোলনের ইতিহাসে এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে তার অনন্য সাধারণ অবদানের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সম্মেলনে সব কয়টি মহাদেশের মোট ৮৫টি দেশের ২৪০ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ১৩জন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি ও অন্যান্য পেশা ও জনগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক সংগঠনের ১২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন কয়েকটি দেশের ৭ জন অতিথি। প্রতিনিধিদের অসংখ্য বৈচিত্রের মধ্যেও সবার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে অভিন্ন লক্ষ্যে একটি সুর। বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধর্মের নারী-পুরুষ, যুবাবৃদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, বিজ্ঞানী মিলিত হয়েছিলেন এই সম্মেলনে। প্রতিনিধিরা এসেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোবিশিষ্ট দেশ থেকে, ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা পরিবেশ থেকে নিজ নিজ দেশের স্বতন্ত্র সমস্যা নিয়ে। এই প্রতিনিধি সমাবেশে ছিলেন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশের প্রতিনিধিরা, ছিলেন সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা, আরও ছিলেন তৃতীয় বিশ্বের বহু বিচিত্র দেশের প্রতিনিধি, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার মত গণতান্ত্রিক দেশ থেকে আরম্ভ করে চরম স্বৈরাচারী সামরিক শাসনাধীন দেশের প্রতিনিধিরা। দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি, তুরস্ক প্রভৃতি যে সব দেশে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পদদলিত, শিক্ষক সংগঠন নিষিদ্ধ সেসব দেশের প্রতিনিধিরাও বাদ যাননি। বহু বাধা ডিঙ্গিয়ে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে তারা পৌঁছেছিলেন সম্মেলনস্থলে। বাংলাদেশেরও দু'জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন--একজন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ও অন্যজন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন।

প্যালেস্টাইনী ও সমস্ত আরব দেশের প্রতিনিধিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইসরাইলের প্রতিনিধি, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। এসেছিলেন নিকারাগুয়ার বীর সংগ্রামী শিক্ষকদের প্রতিনিধি, যে সংগ্রামীরা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীকে পরাজিত করে বিজয়কে ছিনিয়ে এনেছেন এবং এখনও লড়ে যাচ্ছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসী চক্রান্তের বিরুদ্ধে। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, উত্তর-দক্ষিণ পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে নিজ নিজ জাতীয় ও সাংগঠনিক স্বাধীন-সত্তাকে অক্ষুন্ন রেখে প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলেন একটি সাধারণ লক্ষ্যে। সবাই চান গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উত্তরণ, জাতি-ধর্ম, বর্ণ-নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের শিক্ষার সমান সুযোগ, শিক্ষকদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার, সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অবাধ সুযোগ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেকারত্ব অবসানের লক্ষ্যে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের উচ্ছেদ এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন, সর্বোপরি জীবনের প্রতি, মানবসভ্যতার প্রতি হুমকিকে প্রতিরোধ ও বেঁচে থাকার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পারমাণবিক যুদ্ধসহ সকল প্রকার যুদ্ধ প্রস্তুতি ও যুদ্ধের উৎসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা।

২৪শে মে যে তারিখে সম্মেলন শুরু হয় সেই তারিখটি ছিল বুলগেরিয়ার জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় দিন। প্রতিবছর ২৪শে মে পালিত হয় তাদের বর্ণমালা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষকদের দিবস হিসেবে, দিনটি ছুটি ও উৎসবের দিন হিসেবে গণ্য হয়। এ উৎসবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা, সকাল ৯টায় একটি প্রকাণ্ড স্কোয়ারের একপাশে অসংখ্য দর্শকের ভিড়ে প্রতিনিধিরা গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দু'ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে তারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে এক অভিনব বর্ণাঢ্য সমাবেশ ও মিছিল প্রত্যক্ষ করেছিলেন, নানা বয়সের শিশু-কিশোর ছাত্র-ছাত্রী ও প্রবীণ নবীন শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই ছিলেন মিছিলের অংশীদার উৎসবের আনন্দে উচ্ছল ছিলেন সবাই। চল্লিশ বছর আগে চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে, কঠিন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বুলগেরিয়াবাসীরা পরাজিত করেছিলেন ফ্যাসীবাদের দানবকে। গত চল্লিশ বছরে তারা গড়ে তুলেছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে মুক্ত জনগণের নতুন বুলগেরিয়া। যেখানে আজ সব শিশুর জন্যে শিক্ষার দ্বার অবারিত, নিখরচায় সবার জন্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, উচ্চ শিক্ষাশেষে চাকরির নিশ্চয়তা। বেকারত্ব নেই, নেই নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য, নেই শোষণ; আছে সব মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা। সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার সাফল্যের আনন্দ আর গর্বকেই প্রতিনিধিরা প্রতিফলিত হতে দেখেছেন প্রথম দিনের বর্ণাঢ্য সমাবেশ ও মিছিলে। মিছিল শেষে প্রতিনিধিরা যান জাতীয় বীরদের স্মৃতিসৌধে। সেখানে 'ফিজে'র সভাপতি প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে পুষ্পমালা অর্পণ করেন। এরপর সবাই যান 'ডিমিট্রভ' ম্যাসোলিয়ামে, সেখানে কাঁচের বাক্সে শায়িত সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার প্রধান স্থপতি ও নির্মাতা কমিউনিষ্ট নেতা জর্জি ডিমিট্রভের প্রতি সবাই সম্মান প্রদর্শন করেন।

বিকেল ৩টায় সোফিয়ার বিখ্যাত 'সংস্কৃতি প্রাসাদ'-এর একটি প্রকাণ্ড হল ঘরে সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। 'ফিজে'র সভাপতি ও অন্য অতিথিদের ভাষণের পর মূল আলোচ্য বিষয়ের ওপর লিখিত দলিলটি উপস্থাপিত হয় এবং এর ওপর প্রতিনিধিদের আলোচনাও শুরু হয়।

সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল--**গণতান্ত্রিক, শিক্ষা, স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি এবং শান্তি ও সংহতির পৃথিবীতে বিকাশের জন্যে শিক্ষকদের মৌলিক দাবী ও সংগ্রাম।**

এ সংক্রান্ত দলিলে প্রথমেই বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা হয়, বর্তমান যুগটি ব্যাপক প্রযুক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, পুঁজিবাদী সংকট থেকে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট এবং পুঁজিবাদী শাসন শোষণকে টিকিয়ে রাখার উপায় হিসেবে উন্মত্ত অস্ত্র প্রতিযোগিতার দ্বারা চিহ্নিত। পাশাপাশি এ যুগ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে সংকটের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদী কর্পোরেশন সমূহের নীতি ও তার ভয়াবহ পরিণামের বিরুদ্ধে, সংকটজনক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও মাত্রাহীন শোষণের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক শক্তির সংগ্রামের দ্বারা। 'শান্তি অথবা যুদ্ধ' এই প্রশ্নটি এ যুগের মুখ্য প্রশ্ন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ বিশ্বশান্তিকে ক্রমেই বিপন্ন করে তুলছে। শান্তির পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে শান্তির জন্য সংগ্রাম আজ অগ্রাধিকার দাবী করছে। মানবজাতির কল্যাণে, মানুষের জীবন ধারণের মানের উন্নয়নে, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূরীকরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ অবদান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ ও রাজনৈতিক সামরিক সংঘর্ষ প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অসমতা দূরীকরণ এবং পশ্চাৎপদতার প্রসারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের প্রশিক্ষণের প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের অবস্থা ও শিক্ষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে পরিস্থিতির মধ্যে প্রায়ই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কেননা শিক্ষা পরিস্থিতি ও শিক্ষকদের অবস্থা বিশেষ বিশেষ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিকাশের স্তর, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রতি সমাজের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সাধারণ অনেকগুলো দাবী ও সংগ্রামের ভিত্তি চিহ্নিত করে দলিলে তা তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে মূল বিষয়গুলো হচ্ছে:

(১) শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসহ সকল রকম ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও স্বাধীনতা, ধর্মঘটসহ সব ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের স্বাধীনতা, জাতীয় সংবিধান ও আইনসমূহের মধ্যে অধিকারের পূর্ণ প্রতিফলন।

(২) জাতীয় অবস্থা অনুযায়ী উচ্চ বৈজ্ঞানিক মানের সমন্বিত গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বাস্তব সত্যটি মনে রাখতে হবে যে, সামগ্রিকভাবে সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর গণতান্ত্রিকীকরণ ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকীকরণ সম্ভব নয়।

(৩) শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য সকল শান্তিকামী মানুষের সাথে সংগ্রামে অংশগ্রহণ শিক্ষকদের একটি জরুরী কর্তব্য ও অধিকার। এ সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া চলবে না।

(৪) জাতিসংঘ কর্তৃক সমর্থিত নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাবীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্ত প্রগতিশীল জনগোষ্ঠির সংগ্রামে শিক্ষকদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ।

(৫) পৃথিবীকে মরুভূমিতে পরিণতকরণ ও দূষিতকরণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ, শিক্ষার বিষয়বস্তুতে এই সমস্যাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান।

(৬) শিক্ষা ও গবেষণায় গুণগত মানের জন্য সামাজিক ও পেশাভিত্তিক দাবী—

(ক) ভাল পরিবেশে কাজের অধিকার।

(খ) শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত আই,এল,ও এবং ইউনেস্কোর সুপারিশমালার আরও পরিবর্তন ও প্রচার এবং সব সরকারের জন্য তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা।

(৭) নারী-পুরুষের সমান অধিকারের নীতির স্বীকৃতির ভিত্তিতে মহিলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ, তাদের স্বাস্থ্য, শিশু পালন, গৃহকর্ম সংক্রান্ত বিশেষ সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দান, কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বজনিত ছুটিসহ তাদের বিশেষ সুবিধা দান শিক্ষা ও গবেষণার উচ্চতর পদে উত্তরণের অবাধ সুযোগ প্রদান, অন্যান্য সরকারের পেশায় নারীদের প্রবেশাধিকার দান যাতে কেবলমাত্র শিক্ষকতা পেশায় নারীদের অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না হয়।

(৮) যুবক শিক্ষকদের বিশেষ সমস্যার প্রতি দৃষ্টিদান এবং পেশায় নবাগত হিসেবে তাঁদের উপযুক্ত সহায়তা দান। এ ব্যাপারে কিশোর ও যুবসংগঠনের সাথে সহযোগিতা গড়ে তোলা।

(৯) আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার জন্য—

(ক) বিভিন্ন দেশে শিক্ষক সংগঠনের দাবী আদায়ের সংগ্রামের সাথে এবং সংগ্রামে অংশগ্রহণের অপরাধে শিক্ষকদের শাস্তি প্রদানের বিরুদ্ধে ও সব ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংহতি গড়ে তোলা।

(খ) বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের মধ্যকার পার্থক্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা না করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঐক্যকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভেদ, অনৈক্য দূরীকরণ ও পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

(গ) 'ফিজে'র সদস্য ও বন্ধুসুলভ সংগঠনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য, সুপারিশ, অভিজ্ঞতা, কর্মসূচী ও দলিলপত্র বিনিময়।

(১০) আই, এল, ও, ইউনেস্কো ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা যাতে আরও কার্যকরভাবে শিক্ষকদের স্বার্থরক্ষায় অবদান রাখতে পারে তার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা—

(ক) 'সংগঠনের স্বাধীনতা বিষয়ক আই,এল,ও কমিটি'র কাছে অভিযোগ প্রেরণের পদ্ধতিকে প্রতিটি জাতীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব কাজে লাগানো। এ ব্যাপারে 'ফিজে'র সহায়তাদান অব্যাহত রাখা।

(খ) ইউনেস্কোর সাথে 'ফিজে'র ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাকে আরও জোরদার করা এবং শিক্ষকস্বার্থে সুপারিশমালা প্রণয়নে অতীতের মতই অবদান রাখা। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় 'আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যুরো'র কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।

(গ) নিজ নিজ দেশের জাতীয় ইউনেস্কো কমিশনে সদস্যপদ লাভের জন্য প্রতিটি শিক্ষক সংগঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

(১১) জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংহতি জোরদার করা।

(১২) ডাক্তার ও আইনজীবীদের অনুরূপ 'শান্তির জন্য শিক্ষা সমাজ' নামে একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক শান্তি অভিযান পরিচালনা করা।

মূল দলিল ছাড়াও সম্মেলনে রিপোর্ট সহ আরও কতগুলো দলিল উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সংহতি সূচক দলিল। সংহতি প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের শোষণ ও আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ঘোষণা করা হয়, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ, ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা, সংগ্রামী শিক্ষক ও জনগণের ওপর নানা ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় ধিক্কার জানানো হয়। শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ সকল মানুষের মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য দেশে দেশে সংগ্রামরত শিক্ষক ও জনগণের প্রতি সংহতি ও পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। সাধারণ সংহতি প্রস্তাব ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ দেশ যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, প্যালেস্টাইন ও নিকারাগুয়ার শিক্ষক ও জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে পৃথক পৃথক প্রস্তাব আনা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী ফ্যাসিষ্ট সরকারের চরম নির্যাতন ও নিষ্পেষণ সত্ত্বেও সেখানকার বীর শিক্ষক ও জনগণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন দুর্দম সাহসে, তুরস্কের স্বৈরাচারী শাসনে নিষ্পিষ্ট শিক্ষক ও জনগণ গ্রেফতার, মৃত্যুদণ্ডসহ চরম শাস্তি ও দৈহিক নির্যাতনকে উপেক্ষা করেই লড়ে যাচ্ছেন বীরের মত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)